বিবাহিত নারীর সম্পত্তি আইন, ১৮৭৪

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

২। প্রয়োগ ও প্রযোজ্যতা

৩। [*রহিতকৃত*]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবাহিত নারীর মজুরি এবং উপার্জন

৪। বিবাহিত নারীর আয় তাহার পৃথক সম্পত্তি হইবে

তৃতীয় অধ্যায়

স্ত্রী এবং স্বামী কর্তৃক বীমা

৫। বিবাহিত নারী বীমা পলিসি গ্রহণ করিতে পারিবেন

৬। স্ত্রীর সুবিধার জন্য স্বামী কর্তৃক বীমা

চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহিত নারী কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে আইনগত কার্যধারা

৭। বিবাহিত নারী আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করিতে পারিবেন

৮। বিবাহোত্তর ঋণের জন্য স্ত্রীর দায়

পঞ্চম অধ্যায়

স্ত্রীর ঋণের জন্য স্বামীর দায়

৯। স্ত্রীর বিবাহপূর্ব ঋণের জন্য স্বামী দায়ী নহেন

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গ বা ধ্বংসাত্মক কর্মের জন্য স্বামীর দায়

১০। স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গ বা ধ্বংসাত্মক কর্মের জন্য স্বামীর দায়ের ব্যাপ্তি

বিবাহিত নারীর সম্পত্তি আইন, ১৮৭৪

১৮৭৪ সনের ৩ নং আইন

[*২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪*]

কতিপয় বিবাহিত নারী সম্পর্কিত আইন ব্যাখ্যা এবং সংশোধন, এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন। ♣

যেহেতু পহেলা জানুয়ারি, ১৮৬৬ তারিখের পূর্বে বিবাহিত নারী কর্তৃক মজুরি ও উপার্জন উপভোগ, এবং উক্ত তারিখের পূর্বে বা পরে বিবাহিত ব্যক্তির জীবনের উপর বীমার জন্য নিম্নরূপ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু [1][উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫] এর ধারা ৪ এ এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোনো ব্যক্তি বিবাহের মাধ্যমে তিনি (he or she) যাহাকে বিবাহ করেন তাহার (his or her) সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থ অর্জন করেন না, বা তাহার স্বীয় সম্পত্তি বিষয়ে কোনো কাজ করিবার জন্য অসমর্থ হন না, যাহা তিনি অবিবাহিত থাকিলে করিতে পারিতেন;

এবং যেহেতু উক্ত আইনবলে যে সকল নারীর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য তাহারা তাহাদের উপর ন্যস্ত বা তাহাদের দ্বারা অর্জিত সকল সম্পত্তির মালিক, এবং উক্ত সম্পত্তিতে তাহাদের স্বামীরা বিবাহের দ্বারা কোনো স্বার্থ অর্জন করেন না, কিন্তু উক্ত আইন এইরূপ কোনো স্বামীকে বিবাহের পূর্বে তাহার স্ত্রীর কোনো দেনার দায় হইতে সুরক্ষা প্রদান করে না, এবং এইরূপ স্ত্রী দ্বারা বা তাহার বিরুদ্ধে দাবি কার্যকর করিবার বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোনো বিধান করে না।

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই আইন বিবাহিত নারীর সম্পত্তি আইন, ১৮৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। প্রয়োগ ও প্রযোজ্যতা।- ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

কিন্তু ইহাতে বর্ণিত কোনো কিছুই কোনো বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যিনি তাহার বিবাহের সময় হিন্দু, [2][মুসলিম], বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্ম অনুসরণ করিতেন, বা যাহার স্বামী, উক্ত বিবাহের সময় উক্ত ধর্মসমূহের মধ্যে কোনো একটি ধর্ম অনুসরণ করিতেন।

এবং সরকার, সময় সময় আদেশ দ্বারা, এই আইন প্রণয়ন করিবার তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষ বা ভবিষ্যাপেক্ষভাবে, কোনো গোত্র, সম্প্রদায় বা উপজাতির সদস্য, বা গোত্র, সম্প্রদায় বা উপজাতির অংশবিশেষকে, এই আইনের সকল বা কোনো

♣ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা এই আইনের সর্বত্র, ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, "প্রাদেশিক সরকার" এবং "পাকিস্তান" বা "প্রদেশ" বা "কোনো প্রদেশ" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সরকার" এবং "বাংলাদেশ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[1] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৮৬৫" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যার পরিবর্তে "উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত।

[2] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "মুহাম্মাদান" শব্দটির পরিবর্তে "মুসলিম" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে, যাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত বিধানাবলির প্রয়োগ অসম্ভব বা অসমীচীন মনে করে।

সরকার উক্ত যে কোনো আদেশ প্রত্যাহারও করিতে পারিবে, তবে এইরূপ প্রত্যাহার ভূতাপেক্ষ কার্যকর হইবে না।

এই ধারার অধীন সকল আদেশ এবং প্রত্যাহার সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৩। [*রহিতকরণ আইন, ১৮৭৬ (১৮৭৬ সনের ১২নং আইন) দ্বারা রহিতকৃত*।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবাহিত নারীর মজুরি এবং উপার্জন

৪। বিবাহিত নারীর উপার্জন তাহাদের পৃথক সম্পত্তি হইবে।— এই আইন প্রণয়নের পর কোনো বিবাহিত নারী কর্তৃক, কোনো চাকুরি, পেশা বা তৎকর্তৃক পরিচালিত, এবং তাহার স্বামী কর্তৃক নহে, ব্যবসায় অর্জিত বা লব্ধ মজুরি ও উপার্জন,

এবং সাহিত্যিক, শৈল্পিক বা বৈজ্ঞানিক দক্ষতা চর্চার মাধ্যমে তদ্‌কর্তৃক অর্জিত কোনো অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তি,

এবং উক্ত মজুরি, উপার্জন এবং সম্পত্তি হইতে সকল সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ,

তাহার স্বতন্ত্র সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে, এবং উক্ত মজুরি, উপার্জন এবং সম্পত্তির জন্য তাহার প্রাপ্তিস্বীকার যথাযথ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

স্ত্রী এবং স্বামী কর্তৃক বীমা

৫। বিবাহিত নারী বীমা পলিসি গ্রহণ করিতে পারিবেন।— কোনো বিবাহিত নারী তাহার নিজের পক্ষে এবং স্বামীর নিকট হইতে স্বাধীনভাবে বীমা পলিসি গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং উহা এবং উহার সকল সুবিধা, তাহার পৃথক সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে, যদি এইরূপ কার্যকর হইবার বিষয়ে ইহাতে স্পষ্টত উল্লেখ থাকে, এবং উক্ত বীমার জন্য সম্পাদিত চুক্তি এইরূপে বৈধ হইবে যেন উহা কোনো অবিবাহিত নারীর সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

৬। স্ত্রীর সুবিধার জন্য স্বামী কর্তৃক বীমা।— কোনো বিবাহিত পুরুষ কর্তৃক তাহার নিজ জীবনের উপর গৃহীত বীমা, এবং উহাতে স্ত্রীর, বা তাহার স্ত্রী এবং সন্তানদের, বা তাহাদের কাহারো সুবিধার জন্য গ্রহণের বিষয়ে স্পষ্টত উল্লেখ থাকিলে, তাহার স্ত্রী, তাহার স্ত্রী এবং সন্তান, বা তাহাদের কাহারো সুবিধার জন্য যেভাবে স্বার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে তদনুসারে ট্রাস্ট হিসাবে নিশ্চয়তা প্রদান এবং গণ্য হইবে, এবং যতক্ষণ ট্রাস্টের কোনো বিষয়বস্তু অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা স্বামীর বা তাহার পাওনাদারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে না, বা তাহার সম্পত্তির অংশ হইবে না।

যে ক্ষেত্রে যখন পলিসি দ্বারা নিশ্চিতকৃত অর্থ পরিশোধযোগ্য হয়, তখন উহা, যদি উক্ত পলিসির অর্থ গ্রহণ এবং ধারণ করিবার জন্য যথাযথভাবে বিশেষ ট্রাস্টি নিযুক্ত না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে যে কার্যালয়ে বীমা করা হইয়াছে উহা বাংলাদেশের যে সরকারি অছির অধীন অবস্থিত তাহার নিকট পরিশোধ করিতে হইবে, এবং তিনি পলিসিতে উল্লিখিত ট্রাস্টের, বা তখন উহাদের মধ্যে বিদ্যমান ট্রাস্টের ভিত্তিতে গ্রহণ এবং ধারণ করিবেন।

এবং উক্ত পরিমাণ অর্থের ক্ষেত্রে তিনি সকল ক্ষেত্রে একইরূপ অবস্থানে থাকিবেন যেন তিনি [1][বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সরকারি অছি আইন, ১৯১৩ এর অধীন] যথাযথভাবে ট্রাস্টি হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই ধারায় বর্ণিত কোনো কিছু বীমা পলিসি হইতে লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে এইরূপ কোনো পাওনাদারের অধিকার বিনষ্ট বা ব্যাহত করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইবে না যাহা পাওনাদারকে প্রবঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে করা হয়।

(২) ধারা ২ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম দিবসের পর বাংলাদেশে কোনো হিন্দু, [2][মুসলিম], শিখ বা জৈন কর্তৃক গৃহীত বীমা পলিসির ক্ষেত্রে, উপধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছু কোনো অধিকার বা দায়কে প্রভাবিত করিবে না যাহা ১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম দিবসের পূর্বে উপযুক্ত আদালতের ডিক্রীর অধীন উদ্ভূত বা সৃষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহিত নারী কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে আইনগত কার্যধারা

৭। বিবাহিত নারী আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করিতে পারিবেন।— একজন বিবাহিত নারী যে কোনো বর্ণনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য স্বীয় নামে মামলা পরিচালনা করিতে পারেন যাহা উক্ত [3][উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫], বা এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাহার পৃথক সম্পত্তি; এবং উক্ত সম্পত্তির সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার স্বীয় নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রে একই প্রতিকার প্রাপ্ত হইবেন যেন তিনি অবিবাহিত, এবং তিনি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো মামলা, কার্যধারা বা আদেশের ক্ষেত্রে এমনভাবে দায়ী হইবেন যেন তিনি অবিবাহিত।

৮। বিবাহোত্তর ঋণের জন্য স্ত্রীর দায়।— যদি কোনো বিবাহিত নারী (পহেলা জানুয়ারি, ১৮৬৬ এর পূর্বে বা পরে যখনই বিবাহিত হউক) পৃথক সম্পত্তির মালিক হন, এবং যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির বরাতে তাহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হন, বা এইরূপ বিশ্বাসে চুক্তিবদ্ধ হন যে উক্ত চুক্তি হইতে উদ্ভূত তাহার দায় তাহার পৃথক সম্পত্তি দ্বারা মিটানো হইবে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন, এবং তাহার পৃথক সম্পত্তি, তিনি চুক্তি সম্পাদনের দিন অবিবাহিত থাকিলে এবং ডিক্রি কার্যকর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে যেরূপ উক্ত মামলায় পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেন সেইরূপভাবে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছু-

---

[1] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "কোনো হাইকোর্ট, ১৮৬৪ সনের ১৭ নং আইনের অধীন সরকারি অছি নিয়োগের জন্য, ধারা ১০" শব্দগুলি, বর্ণ, কমাগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সরকারি অছি আইন, ১৯১৩ এর অধীন" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত।

[2] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "মুহাম্মাদান" শব্দটির পরিবর্তে "মুসলিম" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[3] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৮৬৫" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যার পরিবর্তে "উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত।

(ক) উক্তরূপ ব্যক্তিকে, আটক (attachment) এবং বিক্রি বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো সম্পত্তি হইতে কোনো কিছু পুনরুদ্ধার করিবার অধিকার প্রদান করিবে না যাহা কোনো নারীর নিকট বা তাহার সুবিধার জন্য এইরূপ শর্তে হস্তান্তর করা হইয়াছে যে, তাহার বিবাহকালে উহা বা উহাতে তাহার সুবিধাজনক স্বার্থ হস্তান্তর বা অর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, বা

(খ) কোনো স্বামীর, তাহার স্ত্রীর নিযুক্ত প্রতিনিধি (agency) কর্তৃক ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে চুক্তিবদ্ধ ঋণের জন্য দায়কে ক্ষুণ্ন করিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

স্ত্রীর ঋণের জন্য স্বামীর দায়

৯। স্ত্রীর বিবাহপূর্ব ঋণের জন্য স্বামী দায়ী হইবেন না।— ১৮৬৫ সনের একত্রিশে ডিসেম্বরের পর বিবাহিত কোনো স্বামী শুধু উক্ত বিবাহের কারণে তাহার স্ত্রী কর্তৃক বিবাহের পূর্বে চুক্তিবদ্ধ ঋণের জন্য দায়ী হইবেন না, তবে স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে, এবং, তাহার পৃথক সম্পত্তি হইতে, উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে দায়ী থাকিবেন যেন তিনি অবিবাহিত রহিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছু এই আইন প্রণয়নের পূর্বে স্ত্রীর বিবাহপূর্ব ঋণের বিনিময়ে স্বামী কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অকার্যকর করিবে না।

ষষ্ঠঅধ্যায়

স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গ বা ধ্বংসাত্মক কর্মের জন্য স্বামীর দায়

১০। স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গ বা ধ্বংসাত্মক কর্মের জন্য স্বামীর দায়ের ব্যাপ্তি।— যেক্ষেত্রে বিবাহের পূর্বে বা পরে স্ত্রী অছি, নির্বাহক বা প্রশাসক হন, তাহার স্বামী যদি ট্রাস্টে বা প্রশাসনে কার্য বা হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে তিনি স্ত্রী কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গ করিবার জন্য, বা তাহার কারণে বা তাহার দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অপপ্রয়োগ, লোকসান বা ক্ষতির জন্য, বা তাহার অবহেলার কারণে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উদ্ভূত কোনো লোকসানের জন্য দায়ী হইবেন না।